দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অবৈধ সুবিধা গ্রহণে সরকারের কোটি টাকা গচ্চা

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

■ নিজামুল হক

সরকারি বাসায় বসবাস করলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাড়ি ভাড়ার টাকা পাবেন না। সরকারের এমন আদেশ থাকলেও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা এ আদেশ মানছেন না। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিল, ইন্টারনেট সংযোগ বিলের ক্ষেত্রেও অর্থ ফাঁকি দিচ্ছেন তারা।

এ নিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও আপত্তি জানিয়েছে। বিষয়গুলো যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৯ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা সরকারি বাসায় থাকছেন। এদের কেউই সরকারি নিয়ম মেনে ভাড়া দিচ্ছেন না। প্রতি বর্গফুট ৫ বা ৭ টাকা হিসেবে তারা বাড়ি ভাড়া দিয়ে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। এ কারণে গত অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি দেখা যায় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা, যা দিতে আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরে এ খাতে বাড়তি দাবি করা ২ কোটি টাকা দিতেও আপত্তি ইউজিসির।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কিছু বাসা রয়েছে। যেগুলো বর্গফুট হিসেবে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। পুরনো বাসায় কেউ থাকতে রাজি নয়, এমন তথ্য দিয়ে ভাড়া কমিয়ে বর্গফুট হিসেবে দিয়ে আসছেন তারা। গত কয়েক বছর ধরে নির্মাণ করা হয়েছে আরো ৫৯টি বাসা। আধুনিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে তৈরি করা হলেও এসব বাসায় থেকে এভাবে নামমাত্র ভাড়া দিয়ে থাকছেন তারা। দেখানো হচ্ছে এগুলোও পুরনো বাসা। বাসা ভাড়ার ক্ষেত্রে এসব অনিয়মের কারণে সরকারের কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে বছরের পর বছর।

এসব অনৈতিক সুবিধাগ্রহণকারী শিক্ষকদের বক্তব্য, আমাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাসা দেওয়া হচ্ছে না। এগুলো সাব-স্ট্যান্ডার্ড, এ কারণে বর্গফুট হিসেবে বাসা ভাড়া দিচ্ছি। আবার কেউ কেউ বলছেন, সবাই দিচ্ছে এ কারণে আমিও কম দিচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক জানান, আমার ১৮শ বর্গফুটের বাসা পাওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে ১৩শ-১৫শ বর্গফুটের বাসা। এ কারণে আমরা ভাড়া কম দিচ্ছি। অন্য

■ নতুন বাসা পুরনো দেখিয়ে কম ভাড়া প্রদান
■ বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট বিলেও ফাঁকি
■ ইউজিসির টাকা দিতে আপত্তি

বিশ্ববিদ্যালয়েও এমনটি হয়ে থাকে। তবে এর বিরোধিতা করেছেন অন্য শিক্ষকরা। তারা বলছেন, যদি অধ্যাপকদের বাসা পছন্দ না হয় তাহলে সরকারি নিয়ম মেনে পুরো ভাড়া দিয়ে আমরা থাকতে রাজি আছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা করছে না। রাজনৈতিক বা আদর্শগতভাবে মত ভিন্ন হলেও এ অবৈধ সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে সবাই একজোট।

মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সাব স্ট্যান্ডার্ড বাসা বলতে কিছুই নেই। তিনি বলেন, বাসায় থাকবেন, আবার বলা হবে সেটা স্ট্যান্ডার্ড, এটা ঠিক নয়। তিনি বলেন, অধ্যাপকদের পদমর্যাদার বাসা না থাকলে সহযোগী অধ্যাপকরা থাকবেন, রেজিস্ট্রারের পদমর্যাদা অনুযায়ী বাসা না থাকলে পরের স্তরের কর্মকর্তারা থাকবেন। পরের স্তরের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বাসা সাব স্ট্যান্ডার্ড দেখিয়ে থাকাটা অনৈতিক ও অবৈধ।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হযরত আলী বলেন, শিক্ষকরা বাসা ভাড়ার ক্ষেত্রে যে বাড়তি সুবিধা নিয়েছেন তাতে আপত্তি জানিয়েছে ইউজিসি। এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, দেশের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো বাসার ক্ষেত্রে কম ভাড়া দিচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু নতুন বাসার ক্ষেত্রে এমন অবৈধ সুবিধা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। শুধু ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই এই অবৈধ সুবিধা নিচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন বলেন, সরকারি বাসায় থাকলে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত টাকা পাবেন না। যদি কোনো শিক্ষক অনৈতিক ও অবৈধভাবে এভাবে সুবিধা নিয়ে থাকেন তার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে দূরে হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কম ভাড়ায় থাকতেন। দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন হচ্ছে। কিন্তু ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কম বাসা ভাড়া দেবেন কেন এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি।